গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে বাল্য বিয়ে !

মেহেরপুরের গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে খুশি খাতুন নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার (১৬ সেক্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামে নুরাল হোসেনের মেয়ে ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী খুশি খাতুন (১৪) এর ধুমধাম করে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ের আয়োজন করে তার বাবা একই উপজেলার তেরাইল গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ইসাহক উদ্দিন(১৭) এর সাথে।

খুশির পিতার সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেখতে চাইলে তা দেখাতে পারেনি। তবে খুশির পিতা নুরাল ইসলাম জানান মেয়ে দেখতে ছোট মনে হলেও বয়স হয়েছে।

বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করেন করমদি সাহাবুরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম সাজাহান আলী। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়েন ইমাম সাজাহান আলী।

বরের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, দেশে কত আইন আছে এতো আইন মানছে কয়জন। বিয়ে করেছি প্রশাসন যা পরে তাই করুক। আমি এসব আইনের তোয়াক্কা করিনা।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ সনের ৬ নং আইন এর বিশেষ ধারা মোতাবেক ছেলেদের ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া যাবেনা এমন নির্দেশনা থাকলেও মেহেরপুরের গাংনীতে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে খুবই কম।

এদিকে সুশীল সমাজ বলছে, প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় এসব বাল্য বিয়ে দেয়ার সাহস পাচ্ছে অভিভাবকরা।

অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ছেলে এবং মেয়ের উভয় পক্ষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাড়তে পারে সংসারে কলহ। বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানমের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ

পেলে ব্যবস্থা নিতাম।

মেহেরপুরে ৪ টি মামলায় পরোয়ানাভূক্ত মিঠুসহ ৩ জন গ্রেফতার

মাদকসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৪ টি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি মো: মিঠুকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত মো: মিঠু মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের হায়াৎ আলীর ছেলে।

জিআর এসটিসি ২৭/১৫, পি২২৭/২২, আর ২২৭/২২, জিআর ৩৭৭/১৯, পিআর ৩২৩/২২, আর ২২৭/২২, মাদক আইনে মামলা নং ০৪/১৯, পি ৩১৩/২২, আর ২০৯/২২, এসটিসি ১৭৮/১৭, পি ৩০৮/২২, আর ২০৬/২২ নং মামলাগুলোতে মো: মিঠুর বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

এএসআই শাকিল খান জানান, মিঠুর নামে ৪ টি মামলায় আদালত পরোয়ানা জারি করেছে। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে তার বাড়িতে গোপন সংবাদের অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতাকৃত মিঠুকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

অপরদিকে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত নন জিআর মামলা নং ৩৩/২২ এর আসামি শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার শামসুল আলমের ছেলে জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।

একই সময়ে উপপরিদর্শক (এসআই) কামাল সর্দার সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে চালিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের হওয়া মামলা নং ২২, তারিখ ১৪/০৯/২০২২ ইং ধারা ৩৮১ পিসি মামলার পলাতক আসামি শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার শাহাজান বাবুর ছেলে তৌফিকুজ্জামানকে (৩০) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ ৪ জনকে ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেন।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এসব আসামি গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এতথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী মেয়র আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীকে নব্য এরশাদ শিকদার আখ্যায়িত করলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

শাহিদুজ্জামান শিপু তার নিজ ফেইসবুক পেইজে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানির পাইপ লাইনের নামে রাস্তা খুঁড়াখুড়ির মাধ্যমে জনদুর্ভোগের তুলে ধরেছিলেন। এনিয়ে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী আমাকে উদ্দেশ্যে করে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এর প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার নিজ কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এসব অভিযোগ করেন।

এসময় গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: রফিক, সাবেক ছাত্রনেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জলহ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন, আমি মেয়র প্রার্থী ছিলাম বলে মেয়র আহম্মেদ আলী আমার বাড়ির সামনের রাস্তা খুড়াখুড়ি করেছে, রাস্তার লাইট পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দূর্ভোগ প্রাকৃতিক নয়, এটি মানুষ্য সৃষ্টি দূর্ভোগ।

তিনি বলেন, স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে পৌরসভার দূর্ভোগ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মেয়র আহম্মেদ আলীর পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনা বাদ দিয়ে মানুষের কষ্টের কথাগেুলো না বলে সে সরাসরি আমার নামে বিদ্রুপ মন্তব্য করেন। আমাকে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারী বলেছেন।

তিনি প্রশ্ন করে বলেন ক্যাসিনো ব্যবসার জন্য বোর্ডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম লাগে। আমার এখানে কি এ ধরণের কোনো সরঞ্জাম আছে?

তিনি মেয়র আহম্মেদ আলীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন ক্যাসিনো এবং সুদ নিয়ে আপনার কাছে প্রমাণপত্র থাকলে সরাসরি আমার মুখোমুখি হন।

শিপু বলেন আমি সিগারেট না খেলেও মেয়র আহম্মেদ আলী, আমাকে মাদক সম্রাট, ক্যাসিনো ব্যবসায়ী বানিয়ে মাঝে মাঝে দরখাস্ত করেন। তিনি প্রশ্ন করেন উনি (মেয়র আহম্মেদ)আমাকে কি পেয়েছেন ?

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন মালশাদহ গ্রামের বদিকে দিয়ে বাজারে চাঁদা তুলে আবার তাকে গুম হত্যা ঘটিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা চাপিয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে এলাঙ্গীর বীলে তার হাঁসের খামার ছিল।প্রাকৃতিক দূর্যাগে তার হাঁস মারা গিয়েছিল।যার জন্য তিনি সরকারি বিভিন্ন দফতর ও জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছে অনুদানের আবেদন করেছিলেন। অথচ, তিনি মেয়র হওয়ার সাথে সাথে কি এমন আলাউদ্দীনের চেরাগ হাতে পেলেন চার চাকার গাড়ি পেয়ে গেলেন। প্রশ্ন রাখেন তিনি।

শিপু বলেন. আহম্মেদ আলী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর গাংনী পৌরবাসি নয়, কয়েকটি পরিবারের উন্নতি হয়েছে। আর সাংগাঠনিকভাবে উন্নতি হয়েছে মালশাদহ গ্রামের বিএনপি নেতা ময়না হার্ডওয়্যারের মালিক জিয়ার।

তিনি বলেন, পৌরবাসির দূর্ভোগের বিষটি তিনি না দেখে ব্যাক্তি শিপুর উপর আঘাত হানছেন। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আমাকে আঘাত দিলে আপনার (মেয়র) এমন কোনো খুটি নাটি বিষয় নাই যা আমার কাছে নেই।আপনার এ্যাবিডেন্স আমরা পাবলিক করলে মুখ দেখাতে পারবেন না।

তিনি গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠের কথা তুলে ধরে বলেন ফুটবল মাঠের মাটিতে এখন শামুক চরছে। এই শামুক থাকা পর্যন্ত মাঠ ভাল হবেনা।

তিনি বলেন, গাংনী পৌরসভার উন্নয়ন কাজের কে ঠিকাদার এখন পর্যন্ত কেউ জানেনা। অথচ তার কাছে চাঁদা চাওয়ার প্রশ্ন মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে কোনো চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী থাকেনা। মেয়র আহম্মেদ আপনি জোড়া হত্যা মামলার আসামি ও চাঁদাবাজ পুঁষে রাখেন।

তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে খুলনার এরশাদ শিকদারের মত গাংনীতে আরেকটি নতুন এরশাদ তৈরী হয়েছে। অথচ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ মানুষ। প্রতিমন্ত্রীর কানে বিষয়টি গেলে তিনি এবিষয়ে ভূমিকা নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি মেয়র আহম্মেদের এ ধরণের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

গাংনীতে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনীতে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প (৩য় পর্যায়ে) সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা পরিষদ হলরুমে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সমবায়ীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশাল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালা।

যৌথসভা ও ই-কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের পরিদর্শক নুরুজ্জামান, সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার, সহকারী পরিদর্শক হাফিজুর রহমান, সমবায়ী হুমায়ুন কবির রিপন, তন্ময় হুদা, রাকিবুল ইসলাম, পান্না মেম্বার, শহিদুল ইসলাম নাসির, রুবেল প্রমূখ। প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের সমবায় সংগঠনের ৬০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে পুরুস্কার হাতে মলিন

মুখে ফিরল শিক্ষার্থীরা

বাজেট স্বল্পতার অজুহাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস আয়োজিত পুরুষ্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে আপ্যায়ন করানো হয়নি। তবে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে নাস্তা করানো হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরুষ্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ঘটনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জানা গেছে, ২২টি ক্যাটাগরিতে ৭২টি পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। যার সরকারি বাজেট হিসেবে দেয়া হয় ৬৫ হাজার টাকা। দূরদুরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীরা প্রতিকুল আবহাওয়ার কারনে অনেক আগেই উপস্থিত হন অনুষ্ঠান শুরুর আগেই। অনেকেই দুপুরের খাবার না খেয়েই অনুষ্ঠানে আসেন।

এসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে কোন প্রকার আপ্যায়ন করা হয়নি। যারা পুরুষ্কার পেয়েছেন তারা পুরুষ্কার হাতে নিয়ে উৎফুল্ল থাকার কথা থাকলেও মলিন মুখে বাড়ি ফিরেছেন সকলে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান, কোমল মতি শিক্ষার্থীরা সেই দুপুর থেকে পুরষ্কার নেয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল। এদেরকে হালকা নাস্তা করানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি আয়োজকরা। পুরষ্কার হাতে নিয়ে সকলেই ফিরেছে মলিন মুখে। বাজেট থেকে সামান্য খরচ করলেই সকলের মুখে হাসি ফুটতো।

এব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হাবিবুল বাশার জানান, বাজেট স্বল্পতার কারনে আপ্যায়ন করা হয়নি। যা বাজেট তার ভ্যাট কেটে নেয়ার পর পুরষ্কার কিনতে গিয়ে টান পড়েছে। এজন্য আপ্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

গাংনী জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সনদপত্র ও পুরষ্কার বিতরণ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২২ এর সনদপত্র ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম এর সভাপতিত্বে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুমের এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উৎযাপন কমিটির সদস্য সচিব মীর হাবিবুল বাসার ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান, শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ক্রেষ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ,শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীর দোকানোর

সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামের সার ব্যবসায়ীর গোডাউনের সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালের ১০ টার দিকে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের পিটুলিতলা নামক এলাকার একটি সার কীটনাশকের দোকানের সামনে থেকে একটি শপিং ব্যাগের মধ্যে রাখা ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ককটেলগুলো লাল টেপ মোড়ানো বলে জানান সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, রাধাকান্তপুর গ্রামের ব্যবসায়ী টুটুল মিয়ার সার ও কীটনাশকের দোকানের সামনে একটি শপিং ব্যাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি ককটেল দেখে থানা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি বোঝায় বালতির মধ্যে নিয়ে থানায় নিয়েছে। এগুলো আদৌ ককটেল কিনা সেটাও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এলাকার কিছু খারাপ মানুষ এগুলো ওই ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুলিশ বিষয়টি নজরে নিয়েছে।

মেহেরপুরে বাংলা ১ম পত্রে অনুপস্থিত ১৬৪ পরীক্ষার্থী

মেহেরপুরে চলতি এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্রে জেলায় ১৬৪ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছে।

এদের মধ্যে এসএসসিতে ১১৪ জন, ভোকেশনাল শাখায় ২১ জন ও দাখিল পরীক্ষায় ২৯ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছে। মেহেরপুর জেলা পরীক্ষা কেন্দ্রের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চলতি এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় জেলার ১৩ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ৭ হাজার ৯৬১ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়ার কথা ছিল।

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক বিভাগ থেকে ৫৩১৪, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২১১৩, ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ থেকে ২৯১ জন, ভোকেশনাল শাখায় ১০২১ জন ও দাখিল মাদ্রাসার ৫৫৮ জন।

জেলায় ১৩ টি কেন্দ্রের মধ্যে সদর উপজেলার মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ হাজার ১৯৫ জন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৮০২ জন, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৮৫৫ জন

গাংনী উপজেলার গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৬৭৮ জন, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৬৮৬ জ, বামন্দী নিশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫৯৬ জন, জুগিরঘোপা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৩০ জন, বেতবাড়িয়য়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫৭১ জন, রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৪৭১ জন, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩০১ জন ও বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩৯৬ জন।

এছাড়া মুজিবনগর উপজেলার মুজিব নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৭৮০ জন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৮৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

দাখিল পরীক্ষায় মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসায় ৩৬৫ জন ও গাংনী থেকে ২০৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

পরীক্ষা কেন্দ্র নকলমুক্ত ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে পরীক্ষা চলাকালিন সময়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ না করায় ৮ নারী জেলে

মেহেরপুরে সৃজনী ফাউন্ডেশন নামের একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারায় দরিদ্র ৮ নারীকে যেতে হলো জেল হাজতে। এসব নারীদের নামে এনজিও “সৃজনী ফাউন্ডেশনের” দায়ের করা মামলায় আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানাজারি করে।

আদালতের পরোয়ানা পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ গতকাল বুধবার সকালের দিকে আমদহ গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের হেলাল উদ্দীনের স্ত্রী ছবি খাতুন, আশাদুল হকের স্ত্রী তোকিয়ারা খাতুন, রবিউল ইসলামের স্ত্রী সাথিয়ারা খাতুন, মো: লিটন মিয়ার স্ত্রী ফারজিনা খাতুন, আসাদুল ইসলামের স্ত্রী নুরজাহান খাতুন, আনারুল ইসলামের স্ত্রী সাবুন্নারা খাতুন, মোসাররফ হোসেনের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন ও ফরমান আলীর স্ত্রী সাহিদা খাতুন।

সৃজনী ফাউন্ডেশনের পক্ষে মেহেরপুর শাখার তৎকালিন ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান বাদী হয়ে মেহেরপুর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং সিআর ৫১৬/২২। এই মামলায় এসব অসহায় গ্রামীণ নারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।
বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপক শাজাহান কবীর বলেন, সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে জবা মহিলা সমিতি নামের ওই সংগঠণে মোট ৪০ জন সদস্য রয়েছে। এসব সদস্যের মধ্যে ছবি খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ৪০ হাজার টাকা। এখনো তার কাছে সমিতি পাবে ৯ হাজার টাকা, তোকিয়ারা খাতুন সমিতির কাছ থেকে ৪৬ হাজার টাকা ঋণ নেন। সেও ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছেন। এখনো বাকী রয়েছে ৬ হাজার টাকা। নুরজাহান খাতুনও ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছে ১০ হাজার টাকা। তার কাছে পাওয়া যাবে ৪০ হাজার টাকা। সাথিয়ারা খাতুন ১৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন মাত্র ৩ হাজার টাকা। ফারজিনা খাতুন ৪৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ২৮ হাজার টাকা, সাবুন্নারা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিলেও পরিশোধ করেছেন ১৬ হাজার টাকা, আনোয়ারা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পেরিশোধ করেছেন ৫ হাজার টাকা ও সাহিদা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ৪০ হাজার টাকা।আমদহ জবা মহিলা সমিতির এই ৮ জন

সদস্য ঋণের কিস্তি পুরো পরিশোধ না করায় তাদের নামে আদালতে মামলা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো জানান, সৃজনী ফাউন্ডেশনের মেহেরপুর শাখার আওতায় মোট ৪০টি সমিতির প্রায় ৪০০ সদস্য রয়েছে। গ্রামের এই সমিতিগুলোর মধ্যে ২৭ জন সদস্য বিভিন্ন সময়ে ঋণ তুলে পরিশোধ করতে না পারায় তাদের নামে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের পরামর্শে আদালতে মামলা দেওয়া হয়েছে।এদিকে আমদহ গ্রামের এই ৮ নারী আটক হওয়ার পর সৃজনী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন এলাকার সমিতির খেলাপি অসহায় নারীরা সমিতির কার্যালয়ে এসে ভীড় জমিয়েছেন।

রাজাপুর গ্রামের মহসিন আলীর স্ত্রী মোমিনা খাতুন ও আমিনুল ইসলামের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বলেন, আমরা ঋণ নিয়ে করোনার কারণে ঠিকমত কিস্তি দিতে পারিনি। আজকে আমদহ গ্রামের ৮ নারীকে হাজতে পাঠানোর পর থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে আতংক তৈরী হয়েছে। তাই সমিতির অফিসে মিটমাট করতে এসেছি।

নিয়ম কানুন মেনে ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আলিফ খান বলেন, যাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে তারা ৫ থেকে ৬ বছর আগে ঋণ নিয়ে কিস্তি পরিশোধ করেনি। মামলার আগে ঋণ আদায়ের জন্য তাদের সাথে সব ধরনের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা লোন পরিশোধ না করে আমার কর্মিদের সাথে অসাদাচারণ করেছে। এজন্য তাদের নামে মামলা করতে বাধ্য হয়েছি।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাজতে যাওয়া নারীদের স্বজনরা জানান, ঋণের অধিকাংশ কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। বিগত দিনে করোনার কারনে আমাদের কিস্তি দিতে পারিনি। আমরা একটু স্বচ্ছল হয়ে কিস্তি পরিশোধ করার কথা বলা হলেও তারা আমাদের নামে মামলা করেছে। সরকার যখন সমাজে নারীদের উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এমন সময় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা “সৃজনী ফাউন্ডেশনের” অমানবিক কার্যকলাপে বিস্মিত সুশীল সমাজের নাগরিকগণ।

জেলা সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন যাদের দ্বারা সামান্য ঋণের দায়ে অসহায় নারীদের মামলার জালে ফেলে জেলে যেতে হয়। তাদের দ্বারা নারীদের সামাজিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। বিষয়টিকে হাস্যকর আখ্যা দিয়ে সৃজনী বাংলাদেশ এনজিওকে বয়কটের আহবান জানান তিনি। এই এনজিও দ্বারা কিভাবে গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন সম্ভব সে প্রশ্নও তুলে

সৈয়দ জাকির হোসেন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এএসএম সায়েম পল্টু বলেন, দারিদ্রতার চক্র থেকে বেরিয়ে স্বাবলম্বী হতে অনেকেই এনজিওগুলো থেকে ঋণ নেন। কিন্তু দেখা যায় ঋণের কিস্তি শোধ করতে আবার অন্য একটি এনজিওর ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন তারা। সেই ঋণের জাল থেকে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়না।এক সময় তাদের ভিটেমাটিও বিক্রি করতে দেখা যায়। অনেকেই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েও গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনজিও সমিতির একজন নেতা বলেন সরকারের এমআরএ নিয়মনীতি মেনে ঋণ দেওয়া উচিৎ। হয়তো ওই এনজিওর সাথে গ্রাহকদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে মামলা করেছে। তবে, কোনো গরীব নারীদের হয়রানি না করে বিষয়টি অন্যভাবে সুরাহা হওয়া উচিৎ ছিল। তিনি বলেন, আমার এনজিও’র অনেক গ্রাহক খেলাপি রয়েছে। আমি এসব অসহায় গরীব নারীদের নামে মামলা করে হয়রানি করিনি। এটা এনজিও গুলোর উদ্দ্যেশ্য নয়। এনজিওগুলোর উদ্দ্যেশ্য পিছিয়ে পড়া অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করা।

ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী ফজলুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ খেলাপিদের মামলা দিয়ে হয়রানি না করে তাগাদার মাধ্যমে আদায় করা হয়। আমাদের কর্মীদের সে ধরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ বলেন, এনজিওগুলো যেন গরিবের রক্ত শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক এনজিও সঠিক নিয়মকানুন অনুসরণ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এনজিওগুলো কাগজে-কলমে ১০ শতাংশ সুদের কথা বললেও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে। তারা অসহায় দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করার নামে আরও দরিদ্র করছে।